# মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

### মাছের ক্ষত রোগ
পুকুরের দূষিত পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে মাছে এই রোগ হয়।
লক্ষণ : মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে প্রথমে লাল দাগ দেখা যায় পরবর্তীতে ঘা হয়ে যায়।

### লাল ফটকী রোগ
লক্ষণ : দেহের বিভিন্ন অংশে লালদাগ দেখা যায়। দাগগুলোতে টিপ দিলে রক্তের মতো বের হয়।
কারণ : তলায় অতিরিক্ত কাদা, অধিক মজুদ ঘনত্ব ও ব্যাকটেরিয়া।

### লেজ ও পাখনা পাঁচা রোগ
লক্ষণ : লেজ ও পাখনা পচে যায়। পাখনা ছিঁড়ে সাদা হয়ে যেতে পারে।
কারণ : পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ ব্যাকটেরিয়া।

### পায়ু ও পাখনার গোড়া লাল
লক্ষণ : পায়ু ও পাখনার গোড়া ফ্যাকাসে লাল হয়ে যায়। চক্ষু লালচে হয়। আঁইশে উঠে যেতে পারে। শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

### প্রতিকার :
- পুকুরে বিঘা প্রতি ১৫ কেজি চুন ও ১৫ কেজি হারে লবণ তিন সপ্তাহে তিন বার প্রয়োগ।
- প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৬০ মিলিগ্রাম হারে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন দুই সপ্তাহ প্রয়োগ।
- পুকুরে বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম হিসেবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ।
- নলকূপের পানি সরবরাহ করে পুকুরের পানির গভীরতা বাড়ানো।

### মাছের উকুন
আরগুলাস নামক পরজীবী। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে এদের বৃদ্ধি ঘটে।
লক্ষণ : মাছ অবিরাম ছোটাছুটি করে। কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে। দেহ লাল বর্ণ ধারণ করে ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আইশের উপর ক্ষুদ্রাকার উকুন দেখা যায়।

### এংকর ওয়ার্ম
লার্নিয়া নামের পরজীবী। পুকুরে বড় জুপ্লাংকটন থাকলে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে যেখানে এটি আক্রমন করে। মাছের শরীরে রক্ত চুষে নেয়। সুতার মত ঝুলতে দেখা যেতে পারে।
লক্ষণ : মাছের দেহে ক্ষত ও ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয় ও দ্রুত দূর্বল হয়ে পড়ে।

### প্রতিকার :
১) বিঘা প্রতি ৫ ফুট গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানিতে গুলে প্রয়োগ।
২) একর প্রতি ৫ ফুট গভীরতার জন্য ৪০ মিলি **Deletix** বা বিঘা প্রতি ৫০ মিলি হারে রিপকর্ড, ডেসিস, এসিমিক্স ইত্যাদি পর পর তিন সপ্তাহ সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ।

### ফুলকা পচা রোগ
কার্প জাতীয় মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। গরমে বেশি দেখা যায়।
লক্ষণ : ফুলকা লাল দাগ দেখা যায় পরে সাদা হয়ে যায়।

### প্রতিকার
১) পুকুরে বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ১৫ কেজি হিসেবে চুন ও ১৫ কেজি হিসেব লবণ প্রয়োগ। পরপর তিন সপ্তাহ।
২) বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম ম্যালাকাইট গ্রীন পানিতে গুলো প্রয়োগ। পরপর তিন সপ্তাহ।

## প্রচারে : উপজেলা মৎস্য দপ্তর, শার্শা, যশোর।

প্রকাশকাল : জুলাই-২০২৩ খ্রি.
মুদ্রণে : রুহুল আর্ট এ্যান্ড প্রেস, শার্শা, ০১৭১৮-২৮৬৫৯